কলিকাতা হাইকোর্ট

(কৌশিক চন্দ, বিচারপতি)

রিতেশ পোর্টেল এবং অন্য একজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্যান্যরা

২০২২ সালের ডব্লিউপিএ ৩৪৩০

২৬ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে সিদ্ধান্ত

এই মামলায় যে সমস্ত আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন -

শ্রীমতি অপরাজিতা রাও

কুনালজিৎ ভট্টাচার্য

শ্রীমতি আঙ্কারা বসু..... আবেদনকারীদের জন্য

মিঃ তপন কুমার মুখার্জি

মিসেস সহেলি মুখার্জি.....

শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য

শ্রী অমল লামা

শ্রী রাজদীপ মজুমদার

মিঃ রিগেন লামা

শ্রী প্রীতম রায়

শ্রীমতি সায়ন্তী পোদ্দার

শ্রী শক্তি হালদার..... প্রতিবাদী নম্বর ৬ থেকে ২১ এর জন্য।

আদালতের রায়

কৌশিক চন্দ, বিচারপতি : আবেদনকারীরা ২০২২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর (ভুলভাবে ১৩ নভেম্বর, ২০২২ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবিকে চ্যালেঞ্জ করেন।আবেদনকারীদের দাবি, মাত্র ৫ জন সদস্য এই দাবি জানিয়েছেন।সুতরাং, চেয়ারম্যানের অপসারণের জন্য এই ধরনের অনুরোধের ভিত্তিতে কোনও বৈঠক ডাকা যায় না।

২. অন্যদিকে, ৬ থেকে ২১ নম্বর প্রতিবাদী পক্ষের আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ২০২২ সালের ১৩ ডিসেম্বরের চিঠিটি কোনও দাবি ছিল না।২০২২ সালের ২৪শে নভেম্বর পৌরসভার ৩১ জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেওয়া হয়।যেহেতু চেয়ারম্যান ২০২২ সালের ২৪শে নভেম্বরের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোনও বৈঠক ডাকেননি, তাই ২০২২ সালের ১৩ই ডিসেম্বরের উপরোক্ত চিঠিতে কেবল একটি বৈঠক ডাকার জন্য ভাইস চেয়ারম্যানকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।সংখ্যাগরিষ্ঠ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্যের দ্বারা চেয়ারম্যানকে অপসারণের জন্য ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে পুনরায় অনুরোধ করার প্রয়োজন ছিল না।

৩. সুতরাং, এই রিট পিটিশনে বিবেচনার জন্য যে বিষয়টি রয়েছে তা হ 'ল যদি চেয়ারম্যান মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা অনুরোধকৃত একটি সভা আহ্বান করতে ব্যর্থ হন, তবে চেয়ারম্যানকে অপসারণের জন্য একটি সভা আহ্বান করার জন্য মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে কি আবার যোগাযোগ করতে হবে ?

৪. পশ্চিমবঙ্গ পুরসভা আইন, ১৯৯৩-এর ১৮ নম্বর ধারা নিম্নরূপ: -

১৮. চেয়ারম্যানের কার্যকালের মেয়াদঃ- (১) চেয়ারম্যান তাঁর উক্ত পদে আর বহাল থাকবেন না যদি পৌর এলাকায় তাঁর কাউন্সিলর পদ না থাকে।

(২) চেয়ারম্যান, যে কোন সময়, কাউন্সিলর বোর্ডকে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করে, স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারেন এবং পদত্যাগপত্র গ্রহণ বা অন্যভাবে গ্রহণ করার পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(৩) কাউন্সিলরদের পর্ষদের [নির্বাচিত সদস্যদের] মোট সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই উদ্দেশ্যে আহূত একটি বিশেষ সভায় তত্ক্ষণাত উপস্থিত ও ভোটদানের জন্য নির্বাচিত কাউন্সিলরদের পর্ষদের মোট সংখ্যার [নির্বাচিত সদস্যদের] সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা গৃহীত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে চেয়ারম্যানকে পদ থেকে অপসারণ করা যেতে পারে এবং সেই বিশেষ সভায় কাজ পরিচালনার পদ্ধতি হবে নির্ধারণ ভিত্তিক।

৫. পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল (পদ্ধতি এবং ব্যবসা পরিচালনা) রুলস, ১৯৯৫-এর ৯ নম্বর ধারায় বিশেষ বৈঠক ডাকার পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।

৬. ৯ নম্বর নিয়মটি নিম্নরূপ:এক্সট্রা অরডিনারি বৈঠক।(১) কোন অসাধারণ সভায়, যে বিষয়ের জন্য সভা আহ্বান করা হয়েছে তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে না।এই ধরনের বৈঠক হতে পারে

(ক) কোন জরুরী বৈঠক. অথবা

একটি বিশেষ সভা.

(২) আপাততঃ উদ্ভূত প্রকৃতির কার্যাবলী পরিচালনার জন্য চেয়ারম্যান যে কোন সময় জরুরি সভা আহ্বান করতে পারবেন।অথবা, তাঁর অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান সদস্যগণকে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশ দেওয়ার পর

(৩) (ক) চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সদস্যগণকে অন্যূন তিন দিনের নোটিশ প্রদান করে বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবেন।(খ) এসসিসি অনলাইন ওয়েব এডিশন, ২০২৩ ইবিসি পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা৩, ২৭শে মার্চ, ২০২৩, সোমবার, ২৭শে মার্চ, ২০২৩, বিশেষ এজেন্ডা সম্বলিত একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা যেতে পারে এবং তাতে কাউন্সিলরদের মোট সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ স্বাক্ষর করবেন।

(১) চেয়ারম্যান, উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে পনের দিনের মধ্যে, অথবা, উহা করিতে ব্যর্থ হইলে,

(২) পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে, অথবা উহা করিতে ব্যর্থ হইলে, অথবা

(৩) পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে পৌরসভার যে কোন তিনজন কাউন্সিলর এটি করতে পারেন

৭. উপরোক্ত বিধানটি স্পষ্ট করে দেয় যে চেয়ারম্যানকে অপসারণের জন্য সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা চেয়ারম্যানকে প্রথমে নোটিশ দিতে হবে এবং যদি তিনি তা করতে ব্যর্থ হন তবে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে সভা আহ্বান করার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে।(২) ভাইস-চেয়ারম্যান সভা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে, পৌরসভার যে কোন তিন জন কাউন্সিলর আগামী সাত দিনের মধ্যে অপসারণের জন্য সভা আহ্বান করতে পারবেন।

৮. পশ্চিমবঙ্গ পুরসভা আইন, ১৯৯৩-এ ১৮ নম্বর ধারা সংযোজন করা হয়েছে, যাতে একজন চেয়ারম্যান, যিনি মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা আর পান না, তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না তাকে অপসারনের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ পুরসভা আইন, ১৯৯৩-র ১৮ (৩) ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পুরসভা (কার্যপদ্ধতি ও কাজকর্ম পরিচালনা) বিধি, ১৯৯৫-এর ৯ নম্বর ধারার আওতায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, চেয়ারম্যান যদি সভা ডাকতে ব্যর্থ হন, তা হলে মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ কে আবার ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে যেতে হবে।

১০. আবেদনকারীরা (২০০৩) ২ এসসিসি ১১১ (ভাবনগর বিশ্ববিদ্যালয় বনাম পালিটানা সুগার মিল (পি) লিমিটেড)-এ বর্ণিত রায়ে রিলায়েন্স-কে এই প্রস্তাবের জন্য রেখেছেন যে যদি কোনও সংবিধিতে কোনও নির্দিষ্ট উপায়ে কোনও কাজ করার প্রয়োজন হয় তবে তা অবশ্যই উক্ত পদ্ধতিতে হতে হবে বা আদৌ নয়।

১১. ২০০৯ সালের এসসিসি অনলাইন ক্যাল ৮৭১ (মুর্শিদাবাদ পুরসভার চেয়ারম্যান সৈয়দ মেহেদী আলম বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য)-এ বর্ণিত একটি রায়ের উপরও নির্ভর করা হয়েছে।

১২. আমার মতে, এই ধরনের ব্যাখ্যা বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার বাইরে।

১৩. উপরোক্ত উদ্‌ধৃত প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি সহজভাবে পাঠ করলে এটা স্পষ্ট যে, বৈধ অনুরোধের ভিত্তিতে বৈঠক ডাকতে চেয়ারম্যানের ব্যর্থতা যা ভাইস চেয়ারম্যানকে বৈঠক ডাকার এক্তিয়ার প্রদান করে।এ ধরনের পরিস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে নতুন করে

দাবি জানানোর কোনও সংস্থান নেই, কারণ এটি চেয়ারম্যানের কাছে শুরু হওয়া অপসারণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা।

অন্য কথায়, চেয়ারম্যানের সামনে নতুন করে অনুরোধ করার কারণে নয়, বরং চেয়ারম্যানের বৈঠক ডাকতে ব্যর্থতার কারণে ভাইস চেয়ারম্যান তার এক্তিয়ার গ্রহণ করেন।

১৪. সৈয়দ মেহেদী আলমের (সুপ্রা) ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।সেই ক্ষেত্রে, মোট সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা অনুরোধটি করা হয়নি।

১৫. উক্ত রায়ে বর্ণিত আইনের প্রস্তাবের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই, তবে আমি উক্ত রায়গুলি থেকে আবেদনকারীদের কোনও সমর্থন দেখি না।আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, ২০২২ সালের ২৪শে নভেম্বর মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশই এই দাবি জানিয়েছিলেন।এই সত্যটি আবেদনকারীর দ্বারা বিতর্কিত নয়।

১৬. তদনুসারে, আমি মনে করি যে রিট পিটিশনটি সারবত্তা হীন এবং তদনুসারে, ২০২২ সালের ডব্লিউপিএ ৩৪৩০ খারিজ করা হয়।

১৭. সব পক্ষকে এই আদালতের সরকারি ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার কপি অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ **কৌশিক চন্দ, বিচারপতি**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.